দৈনিক সংবাদ

FEB 1 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...8 কলাম ...7...

হেলথ টেকনোলজি শিক্ষায় স্থাবরতা

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি-অগ্রগতির কিছুটা আভাস দেখা গেলেও আমাদের দেশে কারিগরি বিভিন্ন 'টেকনিক্যাল' শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম দৈন্য বিরাজ করছে। এক্ষেত্রে উন্নতি ঘটানোর তেমন বে প্রচেষ্টাও চোখে পড়ছে না। ফলে শিক্ষার হার বাড়লেও বিভিন্ন টেকনিক্যাল পদে লোক নিয়োগের স্ব অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত বা যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এক্ষেত্রে এক ধরনের শূন্যতা সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

ইতোমধ্যে দেশজুড়ে সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষিত অর্থাৎ ডিপ্লোমাধারী হে টেকনোলজিস্টের অভাব দেখা দিয়েছে। সরকারি পর্যায়েই টেকনোলজিস্টের কমপক্ষে ছয় হাজার বর্তমানে শূন্য রয়েছে। প্রয়োজনীয়সংখ্যক ডিপ্লোমাধারীর অভাবই এর মূল কারণ। দেশে বর্তমানে ডিপ্লোমা প্রদানের জন্য সরকারি পর্যায়ে দুটি এবং বেসরকারি পর্যায়ে দুটি ইনস্টিটিউট রয়েছে। সরক প্রতিষ্ঠান দুটিতে ১শ ৬০টি করে আসন রয়েছে। এর থেকে প্রতিবছর পৌনে দুশ থেকে দুশ জন ব ছাত্রছাত্রী ডিগ্রি লাভ করে। সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় এ সংখ্যা খুবই কম। ফলে প্রশিক্ষিত জনব ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, থানা পর্যায়ের প্রতিটি স্ব কেন্দ্রেই কমপক্ষে চারটি করে হেলথ টেকনোলজিস্টের পদ রয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ থানাতেই করে পদ খালি রয়েছে। এমন কি কোন কোন মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে পর্যন্ত মাত্র ২ জন ব টেকনোলজিস্ট রয়েছে, যেখানে থাকা দরকার কমপক্ষে ৬ জন। ফলে অফিস টাইমের পর জরুরি ভিতি রক্ত দরকার হলে রোগীদের বেকায়দায় পড়তে হয়। রেডিওগ্রাফি, ডেন্টাল, ফার্মেসি, ফিজিওথেরাপি এসব ক্ষেত্রেও বিরাজ করছে এই একই সমস্যা। বেসরকারি পর্যায়ে এই সংকট আরো বেশি। দে বর্তমানে কমপক্ষে সহস্রাধিক ছোটবড় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি রয়েছে। এর মধ্যে ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট কজন আছে সন্দেহ। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত জনবলের এই অভাবের রোগীরা বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরও বিভিন্ন টেস্টের সঠিক রেজাল্ট পাচ্ছেন না। ফলে রোগীদের দু বাড়ছে। টাকা ব্যয় করার পরও নিরীহ মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে।

প্রশিক্ষিত হেলথ টেকনোলজিস্টদের এই স্বল্পতা দূর করতে হলে এ শিক্ষার আরো প্রসার ঘট দরকার। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন বৃদ্ধি করা, বেসরকারি পর্যায়ে আরো নতুন নতুন ইনস্টিটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা দরকার। কিন্তু বাস্তবে তেমনটি ঘটছে না। বরং বিতর্কিত সি গ্রহণের মাধ্যমে হেলথ টেকনোলজি শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের আরো নিরুৎসাহিত এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। সম্প্রতি ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তির শর্ত কঠোর করা হয়েছে। গত বছর পর্যন্ত নিয়ম এসএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ পেলেই এই ইনস্টিটিউটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়া যাবে। কিন্তু এ নতুন নিয়ম করা হয়েছে—ভর্তির জন্য আবেদন করতে হলে ন্যূনতম প্রথম বিভাগ থাকতে হ এই নিয়মের কারণে রাতারাতি প্রার্থীর সংখ্যা কমে গেছে। বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে গত বছর যে ১শ ১০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছিল এবার নতুন নিয়মের কারণে সেখানে ভর্তি হওয়া ছাত্রছা সংখ্যা মাত্র ৫০।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে এসএসসিতে প্রথম বিভাগ পেয়ে কেউই ডিপ্লোমা পড়তে চায় না। সক আগ্রহী হয় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায়। ফলে হেলথ টেকনোলজি শি আগ্রহীদের সংখ্যা কমছে।

হেলথ টেকনোলজিতে ভর্তির শর্ত শিথিল করার বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। ে টেকনোলজিস্টদের বেতন ও মর্যাদাও বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে এসএসসিতে ব বিভাগ পাওয়া একজন ছাত্র এ শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হবে কেন? হেলথ টেকনোলজি শিক্ষার ব্যা সরকারের আরো উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। এই শিক্ষার গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং পরবর্তী চাকরি পাওয়ার একটা নিশ্চয়তা আছে কিনা এসব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সময় দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। শুধু হেলথ টেকনোলজির ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষে